যুগান্তর

তারিখ 3 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাক বিতর্ক

পক্ষে

ব্র্যাক পেইস প্রোগ্রাম ২০০৫ সাল থেকে সুলতানশাহী কেকানিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছে। এজন্য তারা স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী সেটা অবগত করে দিচ্ছে। আর শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দিচ্ছে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। এ কারণে শিক্ষকরা দক্ষতার সঙ্গে ক্লাস পরিচালনা করতে পারছেন। তাছাড়া ম্যানেজিং কমিটি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকে। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য তারা অভিভাবক সমাবেশ করে। এতে বিদ্যালয়ের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরীক্ষার ফলাফল ভালো হচ্ছে।

সরকার মোট ৩০টি উপজেলার প্রাইমারি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যে চুক্তি করেছে, সেটা আসলে ভালো। কারণ ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। আমি যতটুকু জেনেছি, ব্র্যাক শুধু শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যই কাজ করবে। অন্য কোন বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমি সাধুবাদ জানাই।

মোঃ হুমায়ন কবীর
সহকারী শিক্ষক, সুলতানশাহী কেকানিয়া উচ্চবিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

২

ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে দেশব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে এবং ১৯৯৬ সালে ফেনী ব্র্যাক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। যখন ফেনীর শিক্ষার হার শোচনীয় ছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্র্যাক ডার্ব শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। যেসব ছেলেমেয়ে কখনও স্কুলে যায়নি এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে, সেসব ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আলো দেয়ার জন্য ফেনীতে অনেক ব্র্যাক প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করা হয়। দেখা গেছে, যেসব ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে, তারা প্রান্তিক যোগ্যতা শেষ করেছে। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

মোঃ গোলাম মাওলা মিলন
পশ্চিম দেবীপুর, ফেনী

বিপক্ষে

দেশের ৩০টি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে এনজিও ব্র্যাকের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। দেশের সচেতন মানুষ জানেন ব্র্যাকের আওতায় স্কুলগুলোতে বিভিন্ন মিশনারি তৎপরতা চালানো হয়। সরকারের এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুযোগ এনজিওগুলো পেয়ে যাচ্ছে। এটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত বলেই মনে হয়।

সরকার নিশ্চয় বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ নয়। তাহলে কেন স্কুলগুলো ব্র্যাকের আওতায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে? সরকার কি মৌলিক ও আদর্শিক মানবীয় গুণাবলীশূন্য নাগরিক তৈরি করতে চায়? আমরা অবিলম্বে এ হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

হোমায়রা ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৫ ও ১৩ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে জারিকৃত আদেশ বলে দেশের ৩০টি উপজেলার ৩,১৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ব্র্যাকের নিয়ন্ত্রণে পুনর্গঠন, সুপারভিশন ও মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দিয়া হয়েছে।

এ আদেশের বলে তালিকাভুক্ত স্কুলগুলোর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার ফলাফল বিষয়ে সুপারভিশন ও মনিটরিংয়ের দায়িত্ব পেয়েছে ব্র্যাক।

কি অবাক করা বিষয়, যে কাজ করার জন্য রয়েছে অনেক বিভাগ, অনেক প্রতষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সে কাজ করার দায়িত্ব তাদের না দিয়ে দেয়া হয়েছে ব্র্যাকের হাতে! অথচ প্রয়োজন ছিল সংশ্লিষ্ট সব সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিভাগকে সরকারি উদ্যোগে ঢেলে সাজানো যাতে প্রাথমিক শিক্ষার মান আরও ভালো করা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে এনজিওর হাতে তুলে দেয়াটা মেনে নেয়া যায় না। সরকারের কাছে অনুরোধ, এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেশের উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের ওপর দেয়া হোক।

ইশরাত জাহান লিজা
ঢাকা